যায়যায়দিন

তারিখ ... 10 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ

যায়যায়দি রিপোর্ট

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সহিংস পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বুধবার সন্ধ্যায় এক জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ এবং বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। এ সময় বহিরাগত কাউকে ক্যাম্পাসে দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে যে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এড়াতে বৃহস্পতিবার সকালে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আলাউদ্দিন বলেছেন, 'শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতেই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'

এদিকে ইবি প্রতিনিধি জানায়, দুই শিবির নেতা অপহরণ, সড়ক দুর্ঘটনা, পরিবহন ধর্মঘটের কারণে অচল হয়ে পড়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগেই

নিষিদ্ধ : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

নিষিদ্ধ : ছাত্ররাজনীতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। অপহৃত দুই শিক্ষার্থীর মুক্তি দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। ফলে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ছিল। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে মহাজোটপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। একই সময় মীর মশাররফ হোসেন ভবনে অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন আল-ফিকহ বিভাগের শিক্ষার্থীরা। অপহৃত দুই শিক্ষার্থীকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব প্রকার একাডেমিক কর্মকাণ্ড বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে হুমকি দিয়েছেন তারা। অপহৃতদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানানো হয়। অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাসের এ অচলাবস্থা অব্যাহত থাকবে বলে হুমকি দেয়া হয়। অপরদিকে আটককৃত দুই ছাত্রের মুক্তির জন্য ইবি কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস, অনুষদ ও বিভাগ সূত্রে জানা যায়, আইন, দাওয়াহ্ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষাসহ কোনো প্রকার একাডেমিক কর্মকাণ্ড হয়নি। ব্যাহত হয়েছে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডও।